আন্দোলনের এই আদর্শগত বহুত্বের অভ্যর্থনা জানানো দরকার। বস্তুতঃ এই তিন বিরোধী আদর্শগুলির একে অপরকে দৃশ্যতঃ প্রভাবিত করার চেষ্টায় রত (যদিও সর্বদা তা স্বীকৃত না হলেও)। গান্ধীবাদীদের কট্টর সমালোচনার জন্য অনেক গণবিজ্ঞান আন্দোলনকারী গোষ্ঠীকে তাদের আধুনিক বিজ্ঞানের স্বপক্ষে আরো কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। তেমনি শ্রেণী শোষণের মর্মভেদী মার্কসবাদী বিশ্লেষণ কিছু কিছু গান্ধীবাদীকে তাদের ঐতিহ্যেই মধ্যকার চিড় সম্পর্কে সংবেদনশীল করেছে। এদের মধ্যে যথোচিত প্রযুক্তি-বাদীরাই অনিশ্চিত ও চিরদোদুল্যমান মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলেছে। যাই হোক গান্ধীবাদী ধর্মযোদ্ধা ও বাস্তুসংস্থানিক মার্কসবাদীরা আন্দোলনের দিগন্ত বিস্তৃতকরণের ও বিতর্কের পরিভাষা তীক্ষ্ণতর করার সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করছে। এই দুই প্রবণতাকে যথাক্রমে আদর্শগত ও রাজনৈতিক 'চরমপন্থা' বলে যেন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা হচ্ছে। তার ফলে যথোচিত প্রযুক্তিবাদীদের কাজের জায়গা প্রশস্ততর হয়েছে। একজন পূর্বতন-কৃষক যিনি তাঁর সময়ে বাস্তুসংস্থানিক সমাজবাদী হয়ে ওঠা থেকে খুব একটা দূরে ছিলেন না তাঁর কথাতেই বলা যাক : "শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক।" □□

With best compliments from :

DISCO TAILORS

Gents Specialist

Hattala Road, Durgapur-713201

স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ

ব্রায়ান মার্টিন

প্রায় বছর পনের হল পরিবেশ সমস্যাবলী মানুষের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এটা বোধহয় পরিষ্কার যে পরিবেশ ভাবনা আজ আর কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক কর্মসূচীতেও পরিবেশ ভাবনা ক্রমশঃ একটা নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠছে যদিও তৃতীয় বিশ্বে এর ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত কম। সমাজের পুনর্ভব ও পুনর্গঠন হয় যার মধ্য দিয়ে, সেই চলমান আর্থ-সমাজ-রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিবেশ সমস্যার গুরুত্ব বরং কিছুটা অস্পষ্ট, নিদেনপক্ষে এ নিয়ে লেখালেখির মধ্যকার মতের বিভিন্নতার বিচারে এই সংক্ষিপ্ত রচনার উদ্দেশ্য পরিবেশ ভাবনার ওপর 'চিন্তায় ও কাজে এক'—এমন একটা রূপরেখা নির্ণয়ন, যাকে এখানে 'স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ' (Self-managing environmentalism) বলা হবে, যা কদাচ প্রণালীবদ্ধরূপে উপস্থাপিত হয়েছে এবং পরিবেশ বিষয়ক ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়শঃই যাকে অগ্রাহ্য কিংবা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য, সমাজবিন্যাস ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে এখানে দুটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, পরিবেশ আন্দোলনের ওপর শিল্পায়নবাদী প্রবক্তাদের আক্রমণ এসেছে এই বলে যে এর উদ্যোক্তা পেশাদার মধ্যশ্রেণী, অর্থনৈতিক বিকাশের সব সুবিধাই ভোগ করে এখন সেই বিকাশ রুদ্ধও ধীরতর করতে চাইছে বা কমপক্ষে অন্য কোথাও চালিত করতে চাইছে, যাতে শব্দ, বায়ু ও জলদূষণ বা জনাকীর্ণ বিজন-বিভুঁই-এর মতো পরিবেশগত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আর তাদের ভোগ না করতে হয়। বহুদশক ধরে শ্রমজীবী মানুষ কর্মক্ষেত্রে ও তার বাইরে যে শিল্পবিকাশজনিত অকথ্য নিগ্রহের শিকার হয়েছে এই সব প্রবক্তারা কদাচিৎ তার উল্লেখ করে থাকে। সুতরাং এই ধরনের প্রবচন যেমন শ্রমজীবী শ্রেণী সম্পর্কে একটা ভাসাভাসা ধারণার জন্ম দেয়, পাশাপাশি এই প্রবণতা স্পষ্টতঃই বাইরের নিয়ম অনুশাসন

থেকে শিল্পজনিত অবিরল পরিবেশ লুণ্ঠনকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

পরিবেশ আন্দোলনের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণটিও এর মধ্যশ্রেণী সম্ভূতি এবং রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদী ঝোঁকগুলোর সমালোচনার লক্ষ্যে চালিত কিন্তু এখানে তা বামপন্থী, কখনো মার্কসবাদীদের দিক থেকে আসে যারা শ্রেণী বিশ্লেষণে আস্থাশীল।

বাম বা ডান উভয় দিকের আক্রমণের মধ্যেই যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে কিন্তু তাতে সমগ্র চিত্রটি কদাপি ফুটে ওঠে। বিভিন্ন পরিবেশগত তত্ত্ব ও কার্যধারার বৈচিত্র্যের সাথে যার সামান্য পরিচয় আছে, সেই উপলব্ধি করবে যে সংগঠন ও কর্মপদ্ধতির বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে তার একটা যথোপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। এর মধ্যে থাকে যেসব নিগমগুলো তাদের প্রতিমূর্তি আরো ভালো করতে দূষণের জন্য ভোক্তাদের দোষারোপ করছে (Keep America Beautiful, Keep Australia Beautiful), আপাত অরাজনৈতিক প্রকৃতি-প্রেমিক যারা কোন বিশেষ স্থান বা প্রজাতি সংরক্ষণের ব্যাপারে যুক্ত, বৃহৎ সংস্থা সংগঠনসমূহ যাদের সরকারী নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। [নেডার সংস্থা (Nader Organisation), অস্ট্রেলিয়ার সংরক্ষণ ফাউণ্ডেশন (Australian Conservation Foundation), ফ্রেণ্ডস অফ্ দা আর্থ-ইউ. কে. (Friends of the Earth-U. K.)] এবং স্বনির্ভরতা ও যৌথজীবন অভিমুখী 'জমিতে প্রত্যাবর্তনের' (Back-to-the-land) আন্দোলন।

এখানে লক্ষ্য হল পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে একটা ভিন্নতর পন্থার রূপরেখা নির্ণয়ন, যাকে 'স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ' বলা যেতে পারে। এটা 'স্বনির্বাহী' কারণ, স্বব্যবস্থাপনা অভিমুখে আর্থ-রাজনৈতিক গঠনের মৌল কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন এর অভীষ্ট এবং সংগঠন ও কর্ম পদ্ধতির মধ্যে স্বব্যবস্থাপনার নীতি রূপায়ন প্রসারতা। এটা এক ধরণের 'পরিবেশবাদ' কারণ পরিবেশ সমস্যা উদ্ভূত এ এক সমাজ-সংগ্রাম। বিশ্বব্যাপী অনেক পরিবেশ প্রচার কার্যাবলীতে স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ, কি প্রত্যক্ষ সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে, কি মতাদর্শগত প্রভাবের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সমাজ-সংগ্রামের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্ববাহী বিষয় হয়ে উঠেছে।

স্বনির্বাহী পরিবেশবাদের প্রকাশ্য ও সক্রিয় বিষয়গুলোই হবে আমার

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বৌদ্ধিক বিকাশ বা সামূহিক মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তন অপেক্ষা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে এর মিথস্ক্রিয়ার ওপর বেশী জোর দেওয়া হবে। যদিও প্রথমোক্ত বিষয়টি 'বিশুদ্ধ বাস্তুসংস্থান আন্দোলনে' (Deep Ecology Movement) ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজনীতি-সক্রিয় পরিবেশবাদীগণ সাধারণতঃ বোঝেন যে মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তন স্বাধীন, বৌদ্ধিক ও আবেগজনিত বিকাশ নির্ভর নয় বরং তা সমাজ রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে উদ্ভূত ও তার উদ্দীপক।

যদিও 'স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ' কিছুটা পরিমাণে একটা মনগড়া রূপভেদ বা গঠন, যদিও পরিবেশ আন্দোলনের চিন্তা ও কার্যধারার বেশ স্বীকৃত বিষয়-গুলোকে প্রায় সঠিক রীতিতে এর অন্তর্ভুক্ত করেছে, এখানে যে ধারণার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে বা যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অনেক রাজনীতিসক্রিয় পরিবেশবিদগণ তৎক্ষণাৎ তার স্বীকৃতি দেবেন এমনকি সে সবে তাঁদের কোন সহমত বা সমর্থন যদি না থাকেও।

স্বনির্বাহী পরিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে যে পাঁচটি বিষয় নির্বাচিত করা হয়েছে সেগুলি হল—জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস (Community redesign), প্রযুক্তি নির্বাচন (Choice of technology), শ্রমজীবী ও জনগোষ্ঠী স্বব্যবস্থাপনা (Worker and Community Self-management), ন-পেশাদারিত্বকরণ (Deprofessionalisation) এবং বিকল্প রাজনীতি ও অর্থনীতি (Alternative Economics and Politics)

জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সমস্যা শিল্পাশ্রয়ী সমাজে প্রচলিত জীবন-যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত: কৃষিকর্মজনিত একমুখীন সংস্কৃতি, মোটর পরিবহন, ভোগ্যপণ্যের বহুল উৎপাদন ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কীট-নাশক ব্যবহার, নিষ্কাশন বা নির্গমন (emission) মাত্রার কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থরক্ষার নিয়মবিধির প্রবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু ক্ষতিকর প্রভাবের উন্নতি বিধান হয়ত সম্ভব কিন্তু তাতে সমস্যার মূলে পৌঁছানো যায় না। এর মৌল সমাধান সম্ভব জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে। এই পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে শহর পরিকল্পনার বিকল্প পন্থা যাতে করে মোটরগাড়ি পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে পদব্রজে বা সাইকেলে যাতায়াতকে আরো সুবিধাজনক

ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় ; ব্যক্তিগত বা যৌথ খামারে খাদ্যের অধিকতর স্থানীয় উৎপাদন এবং নিরাপদ সৌর-ঘর গঠনের মাধ্যমে আরো স্থানীয় ভাবে শক্তিচাহিদার স্বনির্ভরতা অর্জন ইত্যাদি।

এইসব প্রযুক্তিগত পদক্ষেপের সাথে সমাজবিন্যাস রদবদলের নিকট সম্পর্ক আছে। যেমন, পরিবহন প্রয়োজনীয়তা তখন কমানো যাবে যখন বেশী বেশী মানুষ তাদের কর্মক্ষেত্রে একসাথে থাকবে বা যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা কমানোর জন্য টেলি-যোগাযোগ ব্যবহার করবে। অঞ্চলায়নের নিয়মবিধি ও মালিকানার ধরনের অদলবদলের মাধ্যমে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। আর ব্যক্তিগত ভোগদখল কমানো যাবে যৌথ সম্পদ-সংস্থান কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে, যেখানে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সহজলভ্য হবে যেমন গ্রন্থাগারের বই পাওয়া। শক্তির স্থানীয় স্বনির্ভরতা কার্যকরীভাবে হতে পারে যৌথ স্তরে একটি উষ্ণ জলসঞ্চয় আধারের মাধ্যমে যা প্রায় পাঁচ থেকে পঁচিশটি মাঝারি বাড়ীর জন্য যথেষ্ট এবং একটি মাঝারী মাপের বাষ্পচালিত বিদ্যুৎ উপাদন ব্যবস্থার দ্বারা যা একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রায় কয়েকশো বাড়ীর প্রয়োজন মেটাবে।

এই সকল নিদর্শনের মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস যৌথ সমাজের এক মহত্তর ভাবধারা ধরে রাখতে সমর্থ হবে (কিন্তু তা বলপূর্বক নয়) এবং এভাবে ভোগবাদী সমাজসৃষ্ট অনন্বয় ও বিচ্ছিন্নতার কিছুটা দূর করা সম্ভব হবে। খাদ্য ও শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা ঘরের কাছে আনার সুবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংস্রব ও সংযুক্তি গড়ে উঠবে।

এখানে আমাদের আলোচ্য প্রধানতঃ নগরজীবন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত। আমরা যাকে 'জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস' বলছি, তা অনেক সময় 'বিকল্প জীবনরীতি' বলে ধরা হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ যা নানারকম তাৎপর্য অর্জন করেছে, যেমন—শহুরে জীবন থেকে সরে আসা 'জমিতে প্রত্যাবর্তন' সম্পর্কেও কখনো তা বলা হয়ে থাকে কখনো বা বলা হয়, 'প্রতীপ সংস্কৃতির' (Counter Cultural) সামাজিক রূপকাঠামো যেমন ড্রাগ নেওয়া বা বিশেষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসাবে জীবনযাপন ইত্যাদি অনেকের মধ্যে সারা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ কাঠামোর মধ্যে জীবনরীতির পুনঃস্থাপন চায়, তারা পরিবেশ আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট অংশ। পাশাপাশি

শহর ভিত্তিক পরিবেশ সংগ্রামের সাথে তাদের যোগাযোগ অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক কম।

যারা শুধু শুকনো তর্ক করে বেড়ায় তারা ছাড়া এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে সবাই গ্রাম্য জীবনে ফিরতে পারে না বা সবাই যৌথ ব্যবস্থায় জীবনযাপন করতে চায় না। জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস সবাইকে একটা মাত্র পায়রার খোপের উপযুক্ত করে তৈরী করার প্রচেষ্টা নয় বরং জীবনধারার বৈচিত্র্য অনুমোদন করাই এর উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ জীবনরীতিকে আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক করে তোলা।

জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস অনেক পরিবেশগত প্রচার কার্যাবলীর একটি সাধারণ বিষয় বলে ধরা যেতে পারে যা মানুষকে অনেক সময় সংকীর্ণ মানসিকতায় জড়িয়ে ফেলে। একদিকে রয়েছে বিকাশের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য, যে বিকাশ সমাজকে পরিবেশগতভাবে আরো বিপন্ন করে তুলছে। যেমন মুক্ত সড়কের বিরুদ্ধে, আণবিক শক্তি ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য। অপরদিকে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য যেমন—সাইকেল চলাচলের রাস্তা, শক্তি ও সম্পদ সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহার এবং সংহত কীট-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। স্বনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পরিবেশবাদীগণ এ জাতীয় প্রচার কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলার জন্য আরো ব্যাপক কর্মপদ্ধতি ও মৌল সমাধানের ওপর জোর দিতে চেষ্টা করেন, যেমন জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাসের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন। তাদের প্রচারিত নীতিগুলির কয়েকটি তারা নিজে মেনে চলারও প্রচেষ্টা চালান যেমন সাইকেলে চলাচল করা বা জনপরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করা, সব্‌জি চাষ বা আস্তরণ ব্যবস্থা (insulation) স্থাপন এবং জল গরমের জন্য সৌর-উত্তাপক ব্যবহার করা ইত্যাদি।

অবশ্য যে কোন রাজনীতি সচেতন পরিবেশবাদীর কাছে এটা পরিষ্কার যে ব্যক্তির সৃক্রিয়তাই যথেষ্ট নয় এবং জনগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস আনতে সমষ্টি উদ্যোগ অপরিহার্য। আমেরিকার 'সহজ জীবনযাপন আন্দোলন' (Simple-living Movement) পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তিগত ও স্থানীয় উদ্যোগের ওপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী 'Shakertown Pledge Group'-এর সভ্যরা পরবর্তীকালে এই যুক্তি দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল যে ব্যক্তির পরিবর্তন সম্ভব, যা

সমাজ পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এরকম ভ্রান্ত ধারণার ওপর আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্থিতাবস্থার সংরক্ষক প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হলে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে তারা যুক্তি দেখিয়েছিল।

প্রযুক্তি নির্বাচন

অনেক পরিবেশ প্রচার কার্যাবলীর কেন্দ্রীয় বিষয় প্রযুক্তি। সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হল আণবিক শক্তি। বিশ্বব্যাপী আণবিক শক্তি বিরোধী প্রচার কার্য্যে অনেক মানুষই প্রথমতঃ আণবিক জ্বালানী-চক্রের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই এগিয়ে এসেছে যেমন চুল্লি দুর্ঘটনা বা দীর্ঘায়ু তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অপসারণের ঝামেলা ইত্যাদি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় ইউরেনিয়াম বিরোধী প্রচারকার্যের শুরু থেকে অগ্রগামী কর্মীদের একটা বড় অংশ সহ অপর অনেকের কাছে বৃহত্তর আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল মূল বিষয়। আণবিক শক্তি তার বিশেষ প্রকৃতি (বহুল পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্ঘটনা ও অন্তর্ঘাত থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা) এবং তা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীভূত আর্থ-রাজনৈতিক শক্তি জন্ম দিতে পারার কারণে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে শক্তি সংরক্ষণ, গোষ্ঠীগতভাবে সৌরশক্তি ব্যবহার সমর্থন করা হয় স্থানীয় স্বনির্বাহী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পক্ষে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও আয়ত্বাধীন হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে।

কিছু পরিবেশবাদী প্রযুক্তির গড়ন বা সামাজিক প্রয়োগের ব্যাপারে কোন বিচার-বিবেচনা না করেই ব্যাপক সৌরশক্তির ব্যবহারকে সমর্থন করেন। বৃহৎ, পুঁজিনির্ভর ও বিশেষত্ব নির্ভর ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করা হয় বিশেষ করে অকারণে তা যখন সরকার বা নিগমগুলি কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। সৌর-উপগ্রহের প্রস্তাবটিও এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয়।

অন্যদিকে, শক্তি সংরক্ষণ ও জনব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎসগুলি ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল 'শক্তি আহরণের সহজ পথ' (Soft-energy path)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখা হয় না। স্বনির্বাহী পরিবেশবাদীগন এই ধারণা পোষণ করেন যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি নির্ভর ক্ষুদ্র প্রযুক্তি প্রকল্পের বিকেন্দ্রীক ব্যবহার 'নমনীয় রাজনৈতিক ভবিষ্যতের' কোন নিশ্চয়তা দেয় না, বরং তা প্রচলিত শক্তি কাঠামোর সঙ্গে যথেষ্ট সুসমঞ্জস্য। সমাজবদলের লড়াইয়ের সাথে নির্বাচিত প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগসূত্র ঘটানোই

হল মূল লক্ষ্য যা প্রত্যাশিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও তার নিষ্পত্তি হয়তো এখনো সুদূর।

প্রযুক্তি কেন্দ্রিক অন্যান্য প্রচারকর্মগুলি হল পরিবহন (মোটরযান পরিবহন, ও মোটরযান শিল্প বনাম আদর্শ সমবায় ভিত্তিক উৎপাদিত সাইকেল) এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত (টেলিভিশন বা বৃহৎ সংবাদপত্রের মাধ্যমের একমুখীন যোগাযোগ বনাম বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীগত যৌথ যোগাযোগ)। এর মূলনীতি হল এমন প্রযুক্তি নির্বাচন ও বিন্যাস যাতে স্বব্যবস্থাপনা ও স্বনির্ভরতার সর্বাধিক সুযোগ পাওয়া যায়। মূলগত অর্থে, এমন একটা অবস্থার দিকে চালিত করা সেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তির নির্বাচন ও বিন্যাসের সর্বাধিক ক্ষমতা থাকবে। পরিবেশবাদীগণের বিশ্বাস যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভূত প্রযুক্তির যৎসামান্য ভূমিকা থাকবে যা অন্যান্য স্বনির্বাহী সামাজিক লক্ষ্যের অভিষ্ঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মালিকানার ধরন বা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন অপেক্ষা পরিবেশবাদীগণ কর্তৃক প্রকাশিত জনগোষ্ঠী পুনর্বিন্যাস ও প্রযুক্তি নির্বাচনের অবদান অনেক বেশী। কুউদ্দেশ্য চালিত না হলেও এটা দেখা যাবে যে জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অভীষ্ট সম্পূর্ণ অপ্রতুল। সরকার বা নিগমগুলি যে প্রযুক্তি প্রণয়নে যত্নবান (আণবিক শক্তি তার অনেকগুলি উদাহরণের একটি) তা এক সামাজিক উচ্চাবস্থা ও অসম সমাজ সম্পর্ককেই মূর্ত করে এবং এভাবে ক্ষমতা ও অধিকারের প্রচল কাঠামোর পুনর্ভবন ও প্রসার ঘটায়। প্রশাসন-যন্ত্র ও নিগমগুলির চরিত্রগত সাদৃশ্য (যেমন দেখা যায় কয়লা, তেল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে), সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের পরিবেশগত সমস্যাবলী এবং সোভিয়েত আণবিক শক্তি কার্যক্রম আমাদের কাছে এক শক্তিশালী প্রমাণ স্বরূপ যে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ওপর আস্থাশীল যে কোন ধরনের কুৎকৌশল অবলম্বন করেও পরিবেশগত সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব নয়। এর সমর্থনে আরও বলা যায় যে অনেক পশ্চিমী পার্টি বা বামপন্থীদল পরিবেশ ভাবনাকে একটি গুরুত্ববাহী রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে তীব্র অনিচ্ছা দেখিয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষ ও গোষ্ঠীগত স্বব্যবস্থাপনা

স্বব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা সর্বাধিক করার জন্য সঠিক প্রযুক্তি নির্বাচনের সঙ্গে

উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও তেমনি উৎপাদনতার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। স্বনির্বাহী পরিবেশবাদী অবস্থান হবে উৎপাদনের স্বব্যবস্থাপনা যার ফলশ্রুতিতে একটি পরিবেশ সচেতন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হল কী ভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে। এটা বেশ স্বীকৃত বিষয় যে প্রযুক্তির মতো উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদনক্ষমতা সর্বাধিক করার বদলে আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত। এর ফলশ্রুতি হলো শ্রমজীবী মানুষের ক্লেশভোগ ও বিচ্ছিন্নতা এবং অসম আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর সংরক্ষণ। এধরনের গণতন্ত্রই হল আসলে পরিবেশ সমস্যার মূলকারণ বলে ভাবা হয়: বিশেষতঃ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একদেশদর্শী উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশগত লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ কারণ।

শ্রমজীবী মানুষের স্বব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাস সংগ্রামের পরিবেশবাদীগণের দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে যেতে বাধ্য করেছে। এমন কোন লৌহদৃঢ় নিয়ম নেই যা থেকে বলা যায় যে স্থানীয় ক্ষুদ্র স্বনির্বাহী প্রয়োগের তুলনায় কেন্দ্রীভূত বৃহৎ ব্যবস্থাপক বিন্যস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবেশগত দিক থেকে অধিকতর ধ্বংসাত্মক। অবশ্য এ জাতীয় কিছু প্রবণতার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হল নির্দেশ্যতার নয়, বরং কার্যকারণগত সম্পর্কের। সুতরাং প্রচার অভিযান সর্বদা তার রাজনৈতিক তথা প্রযুক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে বিবেচিত হবে।

কী ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে যেমন, কী উৎপাদন হবে তাও আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। পরিবেশগত ও একই সাথে অন্যান্য কারণের জন্যেও স্বব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সঙ্গে উৎপাদনক্ষেত্র কখনই নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার মতো ব্যাপারই থাকে না যদি সৈন্য-বিমান, প্রমোদ-পোত বা পরিত্যাজ্য মোড়কের মতো দ্রব্য উৎপাদন হয়। এখানে অভীষ্ট হলো কী উৎপাদন অগ্রাধিকার পাবে সেই সিদ্ধান্ত নেবার ওপর শ্রমিক ও জনগোষ্ঠীর যুগ্ম নিয়ন্ত্রণ। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীন ব্যানদের (Green-Bans) অভিজ্ঞতা এবং বৃটেনের লুকাস এরোস্পেসের কর্মীদের উদ্যোগের উদাহরণ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি যে উৎপাদনের ওপর ধনতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা কর্মী-জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ আরো বেশী পরিবেশ সচেতন ধারায় প্রযুক্ত হয়।

এখানে এই উল্লেখ যথাযথ হবে যে স্বনির্বাহী পরিবেশবাদের অর্থ কোন দল বা শ্রেণীর, তা সে কায়িক শ্রমিক হোক বা সাদা কলার কর্মী হোক—কারুরই

নিরঙ্কুশ আধিপত্য নয়। শ্রেণী বিশ্লেষণকে বাদ দেবার ব্যাপার নয় কিন্তু সমাজ আন্দোলনে কোন দলকে কোন ক্ষেত্রে বাদ দেবার ব্যাপার গোঁড়ামী-ভাবে বা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা চলবে না। এটা স্বীকৃত যে মহিলা, অ-পশ্চিমী সংস্কৃতির সভ্য, বুদ্ধিজীবী ও চাকুরীহীন মানুষের সাথে শ্রমজীবীরাও একক ও গুরুত্ববাহী ভূমিকা পালন করতে পারে। এর অর্থ হ'ল স্বনির্বাহী পরিবেশবাদীগণ অধিজাতি গোষ্ঠীর ভূমিসত্ব অধিকার ও নারী আন্দোলনের মত অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে একটা যোগসূত্র তৈরী করার চেষ্টা করেন, যা একক সংগঠন বা আদর্শগত কাঠামোর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত। পরিবেশভাবনা তাই আজ আর শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ একক বিষয়ই নয়, শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণ, শান্তি ও নারীমুক্তি বিষয়ক আরো অনেক আন্দোলনের মতোই এটা একটা স্বার্থক খুঁটি বিশেষ যা থেকে ও যার মধ্য দিয়ে আরো ন্যায্য, আরো গণতান্ত্রিক, আরো মানবিক এক পৃথিবী জন্ম নেবে।

ন-পেশাদারিত্বকরণ (Deprofessionalisation)

শুধু পণ্য নয় কর্মও স্বব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত এবং এর অর্থ হল ন-পেশা-দারিত্বকরণ। এরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপায় হল যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আরো বেশী করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাতে জনগোষ্ঠী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন কর্মজনিত অবস্থা ও জীবনধারা এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যার দরুণ স্বাস্থ্য সমস্যা কমিয়ে আনা যায়। এই সঙ্গে স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের পদমর্যাদার ব্যাপক রদবদল ঘটাতে এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতি পারিপার্শ্বিক বিষয়ক মনোযোগের অবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার লক্ষ্যকে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাও পুনর্গঠন করতে হবে যাতে তা পেশাদার প্রশাসিত বিচ্ছিন্ন পাঠকার্যক্রম (Schooling) সম্ভূত না হয়ে বিকাশমান জীবন ধারার সাথে একাত্ম হতে পারে। একইভাবে উন্নয়ন-মূলক ও বণ্টন ব্যবস্থার মতো অন্যসব ক্ষেত্রেও জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ন-পেশাদারিত্বকরণের গুরুত্বের শক্তিশালী প্রভাব অনেক পরিবেশ প্রচার কার্যক্রমের ধরনধারণ ও সংগঠনের ভারও এসে পড়েছে। যে সব বিশেষজ্ঞরা সরকার ও নিগমগুলোর নীতি ও কার্যক্রমকে পরিবেশবাদী 'প্রতি-বিশেষজ্ঞের' (Counter-experts) সহায়তায় তাদের সাথে সংঘাতে না গিয়ে ন-পেশাদারিত্ব-

করণের সমর্থক পরিবেশবাদীগণ পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর জোর দিন যাতে তা পরিবেশ আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে 'তকমাধারী বিশেষজ্ঞদের' দেওয়া মতামতের প্রেক্ষিতে 'জনগণের আবেদন' আনুকূল্য পায়, শুধু 'মুখ্য' বক্তার (Name speakers) আকর্ষণ ক্ষমতার ওপর বিক্ষোভ-সমাবেশ সীমাবদ্ধ থাকে না ; পার্লামেণ্ট সভ্য বা অন্যান্য মূল সিদ্ধান্তকারকদের মুসাবিদা করা অপেক্ষা স্কুলছাত্র, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও রোটারি গোষ্ঠীর ন্যায় অন্যান্য গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছে পৌছানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই ধরণের বিচার বিবেচনা বেশ গুরুত্ববাহী হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম বিরোধী আন্দোলনে। সিদ্ধান্তকারকদের কাছে যাবার পন্থাগুলো অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যায় না। তৎসত্ত্বেও যথাযথ উপায় নির্ধারণের ওপর আন্দোলনের কৌশল নির্ভর করে যেখানে তৃণমূল স্তর থেকে অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা সহ বিশেষ লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী উপযোগিতামূলক কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশবাদীদের কখনো সখনো 'বিশেষজ্ঞদের' ভণ্ডামি ফাঁসানোর কাজও করতে হয়, বিশেষতঃ স্বার্থ ও মূল্যভারাক্রান্ত অনুমান বিষয়ক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার মাধ্যমে। পরিবেশ ভাবনায় স্বার্থ ও মূল্যের দ্বন্দ্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুকে বিশেষজ্ঞদের মধ্যকার সংঘাতকে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে এনে ফেলা হয়।

বিকল্প অর্থনীতি ও রাজনীতি

জনগোষ্ঠী ও শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা থেকে প্রচল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পুনর্ভাবনা হল একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাসস্থান, পরিবহন, ইলেকট্রনিকস্ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য অনেক স্থানীয় কর্ম সমবায় গড়ে তোলার সম্ভবনা সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে 'কাজ' (Job) সংক্রান্ত ধারণার ব্যাপারে পুনর্ভাবনা যা এখনো সাধারণতঃ অপরের ইচ্ছা পালনের জন্য সচেতন কর্মনিয়োগ হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। স্বনির্বাহী সংঘের স্বেচ্ছাধীন অংশ। সেক্ষেত্রে কর্মস্থান, কর্মসময় ও কাজের দায়িত্বের ব্যাপারেও অধিকতর স্বাধীনতা থাকবে।

স্বনির্বাহী জনগোষ্ঠীতে নিজে নিজে উৎপাদন করার সম্ভাবনা সর্বাধিক

থাকবে যেমন—কাপড় বোনা, নির্মাণকর্ম, যোগাযোগ ইত্যাদি। 'নিজে করো' উৎপাদনকে মদত যোগায় এমন প্রযুক্তি ও সুযোগের বন্দোবস্ত থেকে শুধুমাত্র এই সম্ভাবনা উদ্ভুত এমন নয় বরং সমাজের প্রলম্ব কাঠামো ও নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের মধ্যেই এর উৎস নিহিত। এই ধরনের স্বনির্বাহী পরিকাঠামোই পরিবেশগত সুস্থ সমাজের দৃঢ় ভিত্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

স্বনির্বাহী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অধিকতর অর্থ নৈতিক সংযোগ প্রসঙ্গে পরিবেশবাদীগণের মধ্যে তেমন কোন সাধারণ ঐকমত্য নাই। এক ধরনের সৌভ্রাতৃক (Federated) কাঠামোগত ধারণার চল আছে তাতে পূর্ব ও পশ্চিমের বর্তমান যে বাজাররীতি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাকে ব্যাপকহারে প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছে। কিন্তু স্বনির্বাহী জনগোষ্ঠীর পক্ষে উপযুক্ত কোন বহুল উৎপাদন বা কেন্দ্রীভূত উৎপাদন কতটা পরিমাণ করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম ঐকমত্য দেখা যায়।

পরিবেশবাদীগণ শ্রমিকদের স্বনির্বাহী উদ্যোগগুলোকে জোরালো সমর্থন দেন। যেমন এরোস্পেসের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কী উৎপাদিত হচ্ছে তাই হল পুনর্বিবেচনার বিষয়। পরিবেশবাদীগণ খাদ্য সমবায় বা কর্মহীন গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত স্বনির্ভর প্রকল্পের মত স্থানীয় প্রকল্প সমূহকেও সমর্থন জানান। একই সাথে প্রচল উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যারা বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের দুর্দশাও পরিবেশ প্রচার কার্যাবলীতে অগ্রাহ্য হয় না।

একটি ক্ষেত্র এখনো পরিবেশ প্রচার কার্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে নি, যদিও তা প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষাবিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তা হল সুস্থির (Steady state) অর্থনীতি ও বিকাশের সীমা সংক্রান্ত বিষয়। স্বনির্বাহী পরিবেশবাদীগণের সাধারণ মনোভাব হল বিকাশ প্রযুক্তিগত বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী রাজনৈতিক বিষয়। যারা রক্ষণশীল রাজনৈতিক নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে গভীর ভীতিপ্রদ সংকেত হিসাবে দেখে (যেমন পল এবলিশ) এবং যারা সংখ্যাবৃদ্ধিকে সমাজ ও পরিবেশগত সমস্যার কারণ অপেক্ষা প্রতিকূল হিসেবে দেখে (যেমন ব্যারি কমোনার) তাদের মধ্যে মত পার্থক্যকে স্পষ্ট করে এনেছে এই বিষয়টা। 'শুধুমাত্র নিছক বিকাশ নয়, উচিত বস্তুর বিকাশ হোক'—এই ধারণা আদর্শ পরিবেশবাদী প্রতিক্রিয়ার। পরিবেশবাদীগণের এই নির্বাচিত বিকাশের আহ্বান অর্থাৎ যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, পরিকল্পিত অব্যবহার্য ও প্রতি-উৎপাদক পরিবহন ব্যবস্থা

ব্যতিরেকে—বিকাশ আর না বিকাশজনিত একমাত্রিক বিতর্কের অবসান ঘটায়।

বিকল্প অর্থনীতি প্রণয়নের সাথে সাথে স্বনির্বাহী পরিবেশবাদীগণ স্থানীয় অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের (Local participatory democracy) ভিত্তিতে একটি বিকল্প রাজনীতি প্রতিষ্ঠারও প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্য পরিবেশগত প্রচারকার্যে দু ভাবে প্রভাব ফেলে। প্রথমতঃ পরিবেশ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গণতন্ত্র এবং অংশগ্রহণ ক্রিয়া সর্বাধিক করার এবং রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিক বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালান হয়। আমেরিকার আণবিকশক্তি বিরোধী মোর্চ্চায় এর বিশেষ নিদর্শন মেলে যেখানে অহিংস সক্রিয়তার শিক্ষাই ছিল এর মুখ্য ভূমিকায়। দক্ষতার সুবণ্টন, সুযোগ-সুবিধা ও গুরুদায়িত্ব সমন্বিত আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের সাথে ন-পেশাদারিত্বের স্পষ্ট যোগসূত্র আছে।

দ্বিতীয়তঃ মৌল পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলি মূলতঃ নির্বাচন রাজনীতির মধ্যে সেভাবে অংশগ্রহণ করেনি বা রাজনৈতিক দলগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করেনি। এক্ষেত্রে বিশেষতঃ কৌশলটি নির্ভর করে জাতীয় রাজনৈতিক তন্ত্রের কাঠামোর ওপর। অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম বিরোধী আন্দোলনের আভিমুখ্য ছিল রাজনৈতিক দল থেকে মুক্ত থাকা, কিন্তু অধিকতর সহমর্মীদের মাধ্যমে কাজ করা। জনগোষ্ঠী স্তরে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবেশবাদীগণ সর্বদা তাদের স্বাধীন মত পোষণ করে থাকেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি যাতে তাদের পরিবেশ বিষয়ক নীতিগুলি অনুসরণ করে চলে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেক পরিবেশ-সক্রিয় কর্মী থাকেন যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা হয়।

স্বনির্বাহী পরিবেশবাদীগণ রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার তথাকথিত 'চালু পন্থা' অপেক্ষা উল্লেখ্য পরিমাণে অহিংস সক্রিয়তার ওপর আস্থাশীল। বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্ণা, ধর্মঘট, নিষেধাজ্ঞা ও বয়কট প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ প্রচার কার্যের মূল প্রতীকী ও একই সাথে রণকৌশল গত ভূমিকা পালন করেছে যা অনুপ্রেরণা, একনিষ্ঠ সংহতি ও গভীরতর দায়িত্ববোধের সঞ্চার করে। এ সকল সক্রিয়তার পশ্চাতে রয়েছে তৃণমূলস্তরে সংগঠিত করার ব্যাপক ও ধৈর্য্যশীল প্রয়াস। বৃহৎ ও পরিব্যাপ্ত সংগঠন ব্যতিরেকেই কিংবা বোধহয় এসবের অবর্তমানতার কারণেই রাজনীতি সক্রিয়তায় এই আভিমুখ্য অনেক লক্ষ্যণীয়

সাফল্য এনেছে—যেমন বিশ্বব্যাপী আণবিকশক্তি প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার

এমন যুক্তি দিতে দেখা যায় যে পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে একটা সংখ্যালঘু ধারা রয়েছে যা গোষ্ঠীগত ও প্রযুক্তিগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে, আর্থ-রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে সমাজের মৌল পরিবর্তন চায় এবং এই দৃষ্টি-ভঙ্গি সেই লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও সাংগঠনিক কাঠামোর বিকাশ ঘটায়। এটা আশ্চর্যজনক নয় যে এইসব কারণের জন্য পরিবেশবাদীগণ সরকার, নিগমসংস্থা ও প্রচল জীবনরীতির রক্ষকদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হল বলতে গেলে যারাই পরিবেশ সমস্যার মূল কারণ। সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণের প্রবক্তারাও পরিবেশ আন্দোলনকে সমালোচনা করতে ছাড়েনি এবং স্বনির্বাহী পরিবেশবাদী ধারাকে তারা সচেতনভাবে উপেক্ষা করেছেন। এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় এই কারণে যে পরিপ্রেক্ষিত ও অনুশীলনগত দিক থেকে অস্বাধীনতাবাদী (Non-lebertarian) মার্কসবাদী বা সমাজগণতন্ত্রী ধারার তুলনায় নৈরাজ্য-বাদী, শান্তিবাদী ও অহিংস ধারার সাথে এই পরিবেশ ধারার অনেক সাধারণ মিল রয়েছে। □□

[লেখক অস্ট্রেলিয়ার উলংগং বিশ্ববিদ্যালয়ে Science and Technology Studies বিভাগে বর্তমানে অধ্যাপনারত। তিনি শান্তিবাদী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। বর্তমান রচনাটি তাঁরই পরামর্শক্রমে 'Alternatives' (Vol : 13, No : 1) পত্রিকা থেকে অনুবাদাকারে পুনর্মুদ্রিত। স্থানাভাবে তথ্যসূত্র, পাদ-টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী উহ্য রাখা হয়েছে।]

…4.2.90
r 18.5.90

দ্বান্দ্বিক

সঙ্কলন : সাত প্রসঙ্গ : পরিবেশ

জানুয়ারী, ১৯৯০

ব্রায়ান মার্টিনকে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ
To Brian Martin
with best compliments
১০-১-৯০
10.01.90

সূচী

প্রসঙ্গত □

মানুষ ও তার পরিবেশ □ দীপংকর লাহিড়ী ৪

পরিবেশ : কিছু বুনিয়াদী ভাবনা □ ভারত ডোগরা ১১

তৃতীয় বিশ্বে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষ □ অনিল আগরওয়াল ৩০

ভারতীয় পরিবেশবাদে মতাদর্শগত প্রবণতা সকল □ রামচন্দ্র গুহ ৫৪

স্বনির্বাহী পরিবেশবাদ □ ব্রায়ান মার্টিন ৬৭ 67-79

সবুজ আন্দোলনের পরিবেশ ভাবনা □ সুজয় মুখার্জী । সুরঞ্জন কর ৮০

ওহ ! বালিয়াপাল [কবিতা] □ ব্রজনাথ রথ ৯২

সম্পাদক ঃ কামারুজ্জামান

সম্পাদকীয় যোগাযোগ ঃ প্রোজেক্ট স্টোর্স, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩ ২১৩
কলকাতায় যোগাযোগ ঃ আগামী, ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক ঃ দি সারদা প্রিণ্টার্স, ১৫ কানাই ধর লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২